তর্কসংগ্রহ

- **জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ বিশ্লেষণ :** তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন — "সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্।" অর্থাৎ যে গুণ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু, তাই বুদ্ধি বা জ্ঞান, 'সর্ব' শব্দের দ্বারা বহুবিধ ব্যবহারের উল্লেখ করা হলেও এখানে কেবল মনের ভাব প্রকাশক শব্দাদি প্রয়োগকেই 'ব্যবহার' বলা হয়েছে।

এখন বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে কেবল 'সর্ব-ব্যবহার-হেতু' এইটুকু বললে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়, কেননা কাল, দিক্ প্রভৃতিও সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু (যেহেতু তারা সকল ব্যবহারের পূর্বে থাকে)। এজন্য অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'গুণ' শব্দটি যুক্ত করে বলা হয়েছে "সর্বব্যবহার-হেতুর্গুণো", অন্নংভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, "কালাদৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় গুণ ইতি", তাৎপর্য হল — বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার গুণবিশেষ যা সকল প্রকার শব্দাদি ব্যবহারের হেতু বা কারণ, কাল, দিক্ প্রভৃতি সকল ব্যবহারের কারণ হলেও সেসব 'গুণ' নয়, সে সব দ্রব্য পদার্থ,

তেমনি আবার, লক্ষণের অন্তর্গত 'ব্যবহার' শব্দটি কে অপসারিত করে, যদি 'গুণ' কেই জ্ঞানের লক্ষণরূপে গণ্য করে বলা হয় 'গুণো জ্ঞানম্' তাহলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে, কেবল গুণকেই জ্ঞানের লক্ষণরূপে গণ্য করলে রূপ প্রভৃতি গুণ পদার্থে লক্ষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে, এজন্য, অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য, লক্ষণটিতে 'সর্ব-ব্যবহার-হেতু' অংশটি যুক্ত হয়েছে। অন্নংভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, "রূপাদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় সর্বব্যবহার ইতি" রূপ প্রভৃতি 'গুণ' হলেও সেসব সর্বব্যবহারের (শব্দপ্রয়োগের) হেতু বা কারণ নয়,

- **লক্ষণটির দোষ :** "সর্ব-ব্যবহার হেতুর্গুণো বুদ্ধি" — জ্ঞানের এই লক্ষণটিও দোষমুক্ত নয়, কেননা তা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট, ন্যায় মতে, নির্বিকল্পক জ্ঞানও 'জ্ঞান' পদবাচ্য, যদিও সেই জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব না থাকায় তা শব্দাদির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞানে 'ব্যবহার' না থাকায় জ্ঞানের লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়,